যুগান্তর

তারিখ 2 3 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... ২ ... ২

উলিপুরে কোটি টাকার নিয়োগ বাণিজ্যে ৬ প্রধান শিক্ষক বেপরোয়া

আহসান হাবীব নীলু, কুড়িগ্রাম থেকে

কোটি টাকা বাণিজ্যের মিশন সফল করতে এক প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ৪০টি
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দফতরি কাম প্রহরী নিয়োগের বাছাই কমিটিতে ৬ প্রধান
শিক্ষক নিযুক্ত করায় সংশ্লিষ্ট বিভাগে তোলপাড় শুরু হয়েছে। এমনকি এবতেদায়ি
মাদ্রাসার দলিল পরিবর্তন করে প্রাথমিক বিদ্যালয় বানানোর চাঞ্চল্যকর
ঘটনাও ঘটেছে। ওই অফিসারের উৎকোচের টাকা আদায় নিশ্চিত
করতে শিক্ষকদের নিয়োগ বোর্ডে রাখায়, সহকারী শিক্ষা অফিসাররা
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে অভিযোগ করেছেন। ওই ৬ শিক্ষক
চাকরি প্রার্থীদের কাছে ঘুষ বাণিজ্য নিয়ে দর কষাকষিতে বেপরোয়া
হয়ে উঠলে এলাকার মানুষের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।
অভিযোগ রয়েছে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ উপজেলায় ৪০টি বিদ্যালয়ে
দফতরি কাম প্রহরী নিয়োগের অনুমতি দিলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিয়োগ
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। ৯ ফেব্রুয়ারি আবেদনের শেষ তারিখে প্রতিটি
বিদ্যালয়ে ওই পদের জন্য ৬ থেকে ১২ জন প্রার্থী আবেদন করেন। এ
নিয়োগে কোটি টাকা বাণিজ্যের টার্গেট নিয়ে শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ নজরুল
ইসলাম তার পছন্দের ৬ প্রধান শিক্ষককে অফিস আদেশের মাধ্যমে মনোনয়ন
দেন। এসব প্রতিনিধিরা নিয়োগ বোর্ডে নম্বর প্রদানের ক্ষমতাও রাখেন। এরা
হলেন— নজরুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম আনছারী, এম আমিনুল ইসলাম,

নিয়ামুল হক সোনার, রেজাউল করিম ও জাহাঙ্গীর হোসেন। এদের ৫ জনকে ৬টি
করে এবং এক জনকে ১০টি বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। শিক্ষা
অফিসারের মনোনীত এসব প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোর প্রধান শিক্ষক,
ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে দর কষাকষি শুরু করলে এ

ঘুষ বাণিজ্য নিয়ে দরকষাকষিতে বেপরোয়া হয়ে উঠলে এলাকার মানুষের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়

অর্থ বাণিজ্যের ঘটনা ফাঁস হয়। ইতিমধ্যে টিটমা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
নারিকেলবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ের দফতরি
পদে চাকরি প্রার্থীরা ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ এনে বিভিন্ন দফতরে অভিযোগ
করেছেন। নিয়মানুযায়ী আবেদনকারীদের মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতা

বিবেচনায় নিয়োগ দেয়ার কথা। কিন্তু এখানে তা না করায় বিত্তশালীরাই সুযোগ
নিচ্ছেন। ফলে দরিদ্র পরিবারের অল্প শিক্ষিতরা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।
অভিযোগ উঠেছে, শিক্ষা অফিসারের প্রতিনিধিরা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক
ও এসএমসির সভাপতির যোগসাজশে চাকরি প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়ে প্রতিটি
বিদ্যালয়ের ৩ জন আবেদনকারীর কাছ থেকে ৪ লাখ করে টাকা
উৎকোচ নেন। নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে, এমপির
প্রতিনিধি, উপজেলা চেয়ারম্যান, শিক্ষা কর্মকর্তার প্রতিনিধিরা প্রার্থী
চূড়ান্ত অনুমোদন দিলে একজনের টাকা রেখে ২ জনের টাকা ফেরত
দেয়া হবে।

একটি সূত্রমতে, প্রথম দফায় ৩৮ জন দফতরি নিয়োগে সহকারী শিক্ষা
কর্মকর্তারা তৎকালীন উপজেলা শিক্ষা অফিসার শাহজাহান আলীকে
উৎকোচের টাকার ভাগ না দেয়ায় বর্তমান শিক্ষা কর্মকর্তা তাদের
নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখেন। এদিকে, ৬ প্রধান শিক্ষককে
নিয়োগ কার্যক্রমে মনোনয়ন দেয়ায় ওই সব প্রতিষ্ঠানে পাঠদান কার্যক্রম
ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করতে সহকারী শিক্ষা
কর্মকর্তাদের বাদ দিয়ে প্রধান শিক্ষকদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সীমাহীন দুর্নীতির
ব্যাপারে তিনি জানান, এসব আমার সময়ে হয়নি।